ওঙ্কারের জয়যাত্রা

(সবাক্ ছায়াছবি)

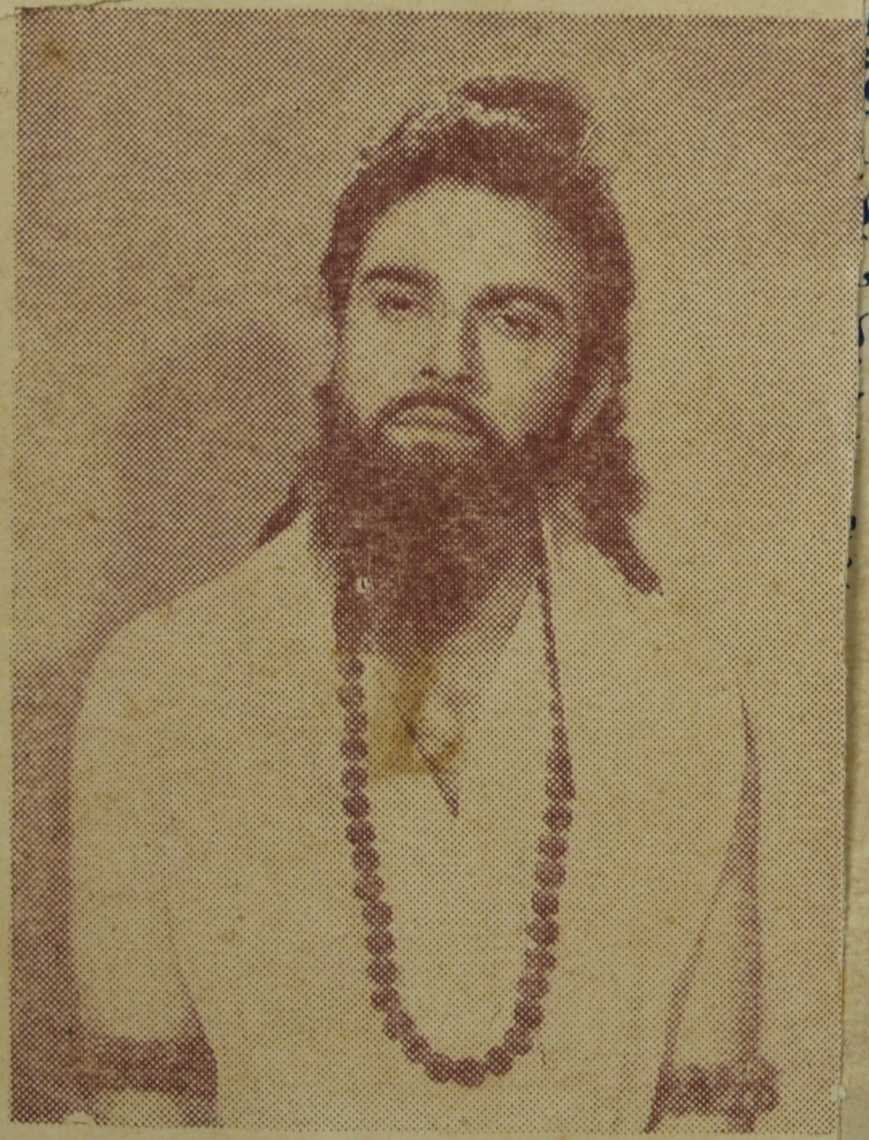

সিদ্ধানন্দের ভূমিকায় প্রশান্তকুমার

স্পিরিচুয়্যাল এণ্টারপ্রাইজ'এর

প্রথম অর্ঘ্য

আমি অনন্তকাল ধ'রে এই মহাধ্বনির মধ্যে লীন হ
থাকি ব'লেই আমার নাম মহাকালী।

প্রযোজক :—
স্পিরিচুয়াল এণ্টারপ্রাইজেস্
প্রাইভেট লিমিটেড,
৬৪, আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা-৯

এই প্রণব-গীতিই ত' আমি গাইলাম গীতায়। গাইলাম যমুনা-পু
মোহন-বংশী-নিনাদে। গাইলাম গোপীগণের কাণে কাণে, প্রা
প্রাণে, গাইলাম ভক্তজনের হৃদয়ের পরতে পরতে।

পরিচালক :—

ফণী বর্ম্মা

সহকারী :—

বিজয় বসু, প্রণব ঘোষ

সঙ্গীত-পরিচালক ঃ—

সুখময়
গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত-বিশারদ

সহকারী ঃ—

পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়

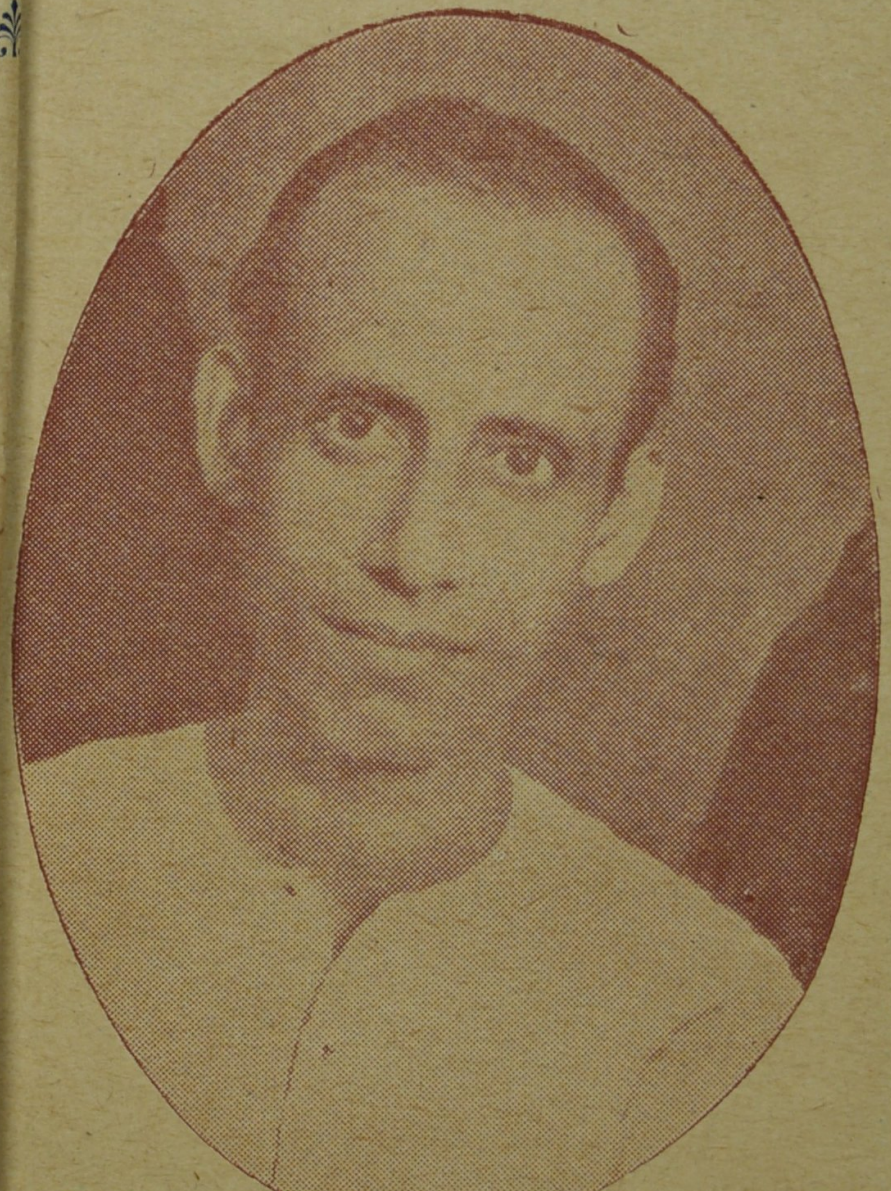

সুখময় গঙ্গোপাধ্যায়, বি০ এস্০-সি০, কলিঃ)
সঙ্গীত-বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)।

চিত্রগ্রহণ ঃ—

বঙ্কু রায়

সহকারী ঃ—

বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায়,
কমলেশ রায়চৌধুরী

প্রামাণ্য চিত্র ঃ—

অজয় মিত্র,

শান্তি গুহ, নলিনী দোয়ারা,
ঝুন্টু দত্ত।

শব্দযন্ত্রী ঃ—

সমর বসু

সহকারী ঃ—

অনিল দাশগুপ্ত,
অমর চ্যাটার্জ্জী, সত্যেন ঘোষ

বহির্শ্চিত্রের ধ্বনি ঃ—

অবনী মুখার্জ্জি

সহকারী ঃ—

কুমারন্

সম্পাদক ঃ—

বিশ্বনাথ মিত্র

সহকারী ঃ—

প্রণব ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক রাসায়নিক ঃ—

সুবোধ গাঙ্গুলী

রসায়নাগারাধ্যক্ষ ঃ—

উমা মল্লিক

সহকারী রাসায়নিক ঃ—

অনিল মুখার্জ্জী, সুধাংশু ব্যানার্জ্জী, হারাধন দাস, সুরেন জানা

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশানের ষ্টুডিওতে গৃহীত ও উক্ত রসায়নাগারে পরিস্ফুটিত।

ঘোষক ঃ

নিমাই লাহিড়ী

স্থির চিত্রে ঃ—

কোয়ালিটি ফটো সার্ভিস

কৃতজ্ঞতা ঃ—

অযাচক আশ্রম,

কমল গাঙ্গুলী, রক্ষিত এণ্ড কোং (জুয়েলার্স), বিজয়া আর্ট প্রেস, হিন্দ্ আর্ট কটেজ, শ্যামাপদ ইন্‌ষ্টিটিউশান, কনকালয়, অক্ষয় মণ্ডল (গোবরা), এস-এম ব্যানার্জ্জি, নিখিল রায়, অনন্ত গুপ্ত, ডাঃ আশুতোষ ও ভিকটর হেল্‌থ ক্লিনিক, বিভিন্ন স্থানের অখণ্ড-মণ্ডলীসমূহ এবং আরও সহস্র সহস্র সজ্জন ও মহিলা।

চিত্র-লব্ধ সমগ্র আয়

জনকল্যাণে

ব্যয়িত হইবে।

卐

=ঃ রূপায়ণে ঃ=

প্রশান্তকুমার, মিহির ভট্টাচার্য্য, কালী সরকার,

অবিনাশ দাশ, পরিমল সেন, কমল মুখার্জ্জী,

মাষ্টার বিভু, তপন গাঙ্গুলী, বাণীবাবু,

শিবেন ব্যানার্জ্জী, রথীন ঘোষ,

জীবন সাহু, শান্তি চক্রবর্ত্তী,

মাষ্টার তিলক,

卐

=ঃ রূপায়ণে ঃ=

মাষ্টার দীপক, মাষ্টার গৌতম, মাষ্টার বিশ্ব
নির্ম্মল দত্ত, কার্ত্তিক হুই, ভোলানাথ
ব্যানার্জ্জী, অতুল ঘোষ, জগবন্ধু বসু,
হিমাংশু চৌধুরী, সহদেব রায়-
চৌধুরী, নগেন হালদার,
ভোলানাথ দে, রোহিণী
চাটার্জ্জী, সতীকান্ত
ভট্টাচার্য্য, অরূপকুমার,
প্রিয়তোষ কর্ম্মকার,
মুরারি গণেরিওয়ালা,
দিলীপকুমার,
মাষ্টার রজত,

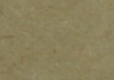

=ঃ রূপায়ণে ঃ=

সাধনা রায়চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্র, গীতা ঘোষ,
লতা চাটার্জ্জী, উমা দত্ত, চিত্রা গাঙ্গুলী,
নীলিমা সেন, ইন্দিরা চক্রবর্ত্তী, তৃপ্তি সেন,
পুষ্পা গাঙ্গুলী, মমতা সান্যাল,
বিনতা ব্যানার্জ্জী, রাণু দত্ত,
গায়ত্রী দাস, রত্না ব্যানার্জ্জী,
সন্ধ্যারাণী দাস,
শিবানী ঘোষাল,
শুভ্রা ঘোষ,

এবং আরও লক্ষাধিক নরনারী।

শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর ভূমিকায় নীলিমা সেন

তুমি দুর্গা! তুমি বনপথে কেন মা?
(মাষ্টার বিভু ও নীলিমা সেন)

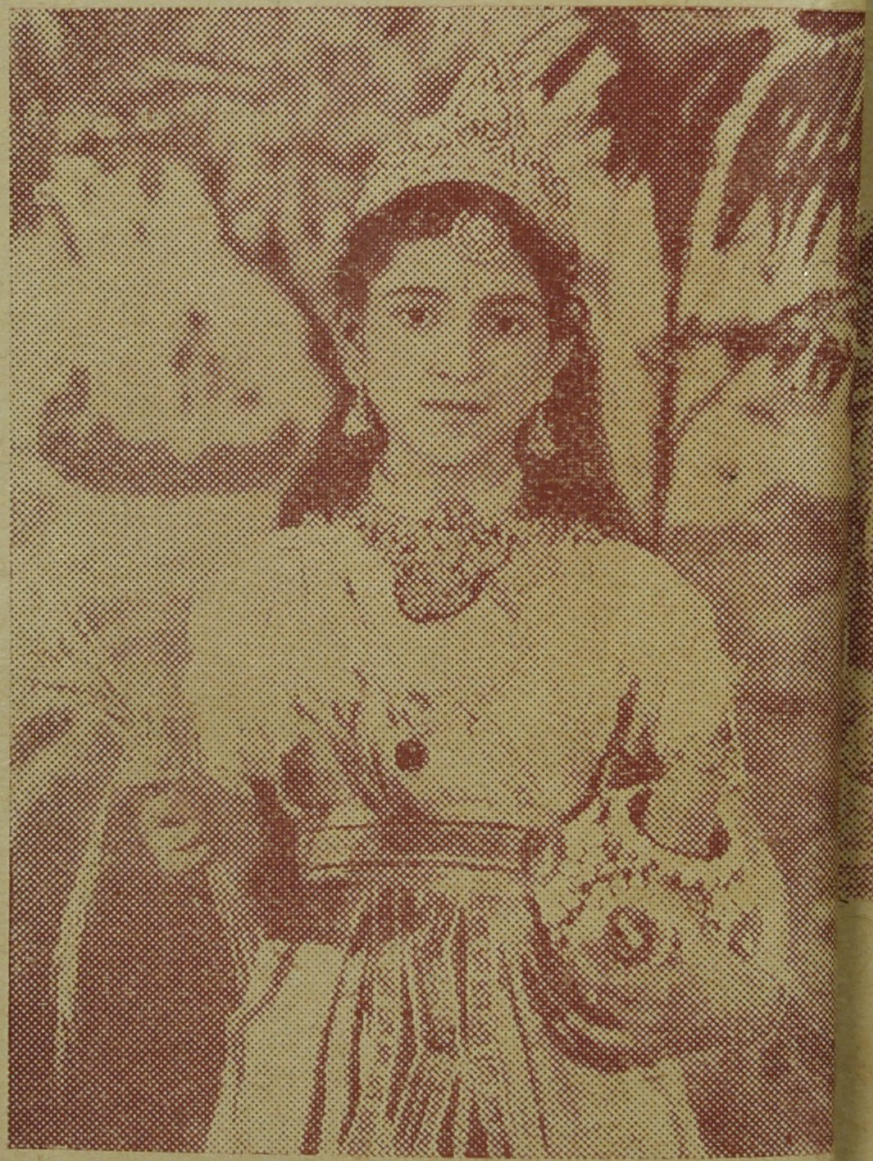

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর ভূমিকায় শুভ্রা

তুমি কে মা ?

একটী মাত্র ধ্বনির মধ্য থেকে বিশ্বের সকল
করেছি আমি বিকশিত
(শ্রীশ্রীসরস্বতীর ভূমিকায় চিত্রা গাঙ্গুলী

ওঙ্কারের জয়যাত্রার কাহিনী

তখনও সূর্য্য উঠে নাই। পুণ্যধাম বারাণসীর গঙ্গা-
ীরে অবগাহন-রত এক প্রৌঢ় তাপস। মুখে চোখে
সই প্রায়ান্ধকারেও যেন জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে।
কে ইনি ?"—মনে মনে জিজ্ঞাসিল, গঙ্গাতীরের
সোপানাবলি ঝাড়ু দিবার কার্য্যে নিযুক্ত এক ভাঙ্গী।

তাপস গঙ্গাস্নানে পরিতৃপ্ত, পুণ্যীকৃত কলেবরে
ানন্দ গদ্‌গদ্ হৃদয়ে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া
লিয়াছেন। সন্ন্যাসী ভৈরবানন্দ আসিয়া তাঁহাকে
ণাম করিল। কে ইনি—যাঁহাকে প্রতিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসী-
ও করেন সম্বর্দ্ধনা ?

ভাঙ্গী অবাক্ বিস্ময়ে প্রৌঢ় তাপসের মুখপানে
াহিল।

তাপস স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ভাঙ্গীর দিকে তাকাইলেন। ইঙ্গিত করিলেন,—কাছে এস। তাপস মৌনী। ভীত, ত্রস্ত, উৎকণ্ঠিত মনে অগ্রসর হইল। তাপস প্রসারণ করিয়া সমাজের অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য, অ ভাঙ্গীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। চোখে মুখে তাঁ স্নিগ্ধ আশ্বাস ফুটিয়া উঠিল। ভাঙ্গী অনুভব করিল "ব্রহ্মাণ্ডে কেউ কারো ছোট নয়, কেউ কারো হেয় কেউ কারো অবজ্ঞার পাত্র নয়।"

বর্ষীয়ান্ তাপস মৌনী থাকিয়া জগতের কা করিতেছেন। দেশে দেশে বিবাহিত দম্পতি ভিতরে তাহার সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলিতেছে; ক্রিয়া চলি তরুণ যুবকদের ভিতরে; ক্রিয়া চলিতেছে মুচি, ডে অন্ত্যজদের ভিতরে। এমন সময়ে রব উঠিল,—বিচিত্র দৃশ্য! মৌনভঙ্গ করিবেন,—ভঙ্গ করিবেন ভারতের পূ প্রান্তে এক নিভৃত সহরে।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে সমারোহ লাগিয়া গেল। দিন চারি রাত্রি পথে পথে সে কি বিরাট্ সম্বর্

ষ্টেশনে বিপুল জনতার ভীড়। তাঁহারা মহা- দর্শন করিবেন। কোথাও সহস্রাধিক কুল ললনা দীপ, বরণডালা হস্তে আসিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে ইলেন। কোথাও লক্ষাধিক লোক ভীড় করিয়া নি করিলেন। কোথাও সহস্র সহস্র নরনারী নর ছাদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন—তাঁহারা াদ্‌যাপন উৎসব দেখিতে যাইবেন। কোথাও র নিশীথে দ্বিসহস্রাধিক মশাল ও প্যাট্রোম্যাক্স া উঠিল। ধ্বনিল বামাকণ্ঠের উলুধ্বনি। আবাল- নতা সকলের কণ্ঠে হরিনাম-গান্ চলিল অবিশ্রাম। থাকালে মৌনোদ্‌যাপন হইল দশ সহস্র নরনারীর সমবেত কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া। সে

এমন বিচিত্র ব্যাপার কেহ আর কখনও দেখে । সত্যই ত'!—কে ইনি? কেন তাঁর এই নীয় প্রভাব? কোথা হইতে আসিল মহাশক্তির উৎস? কে ইনি?

* * * * *

পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষুদ্র একটী গ্রাম ও তাহার ক্ষুদ্রতর পাঠশালা। প্রসন্ন মাষ্টার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া দের পড়াইতেছেন। ছাত্ররা যথোচিত কর্ত্তব্য করিতেছে। একটী ছাত্র নিবিষ্ট মনে পুঁথি দেখি পড়িতেছে না। মাষ্টার গর্জ্জন করিয়া উঠি "বল্টু! পড়্ছ না যে?" বল্টু তাহার খা দেখাইয়া বলিল—"দেখুন মাষ্টার মশায়, কি খেলা! সব অক্ষরগুলো গুলিয়ে গিয়ে একট হয়ে যাচ্ছে। কি এটা?" মাষ্টার দুর্ভাবনায় পড়ি ইহা ওঙ্কার। কিন্তু শূদ্র হইয়া তিনি ত' ইহা করিতে পারিবেন না।

বল্টু বাড়ী আসিয়া তাহার ঠাকুরদাকে করিল,—"ঠাকুরদা, ওঁ কথার মানে কি? আর ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌লে দোষ কি?"

(ত্রিশ পৃষ্ঠায়

ওকি বল্টু, পড়্ছ না যে!

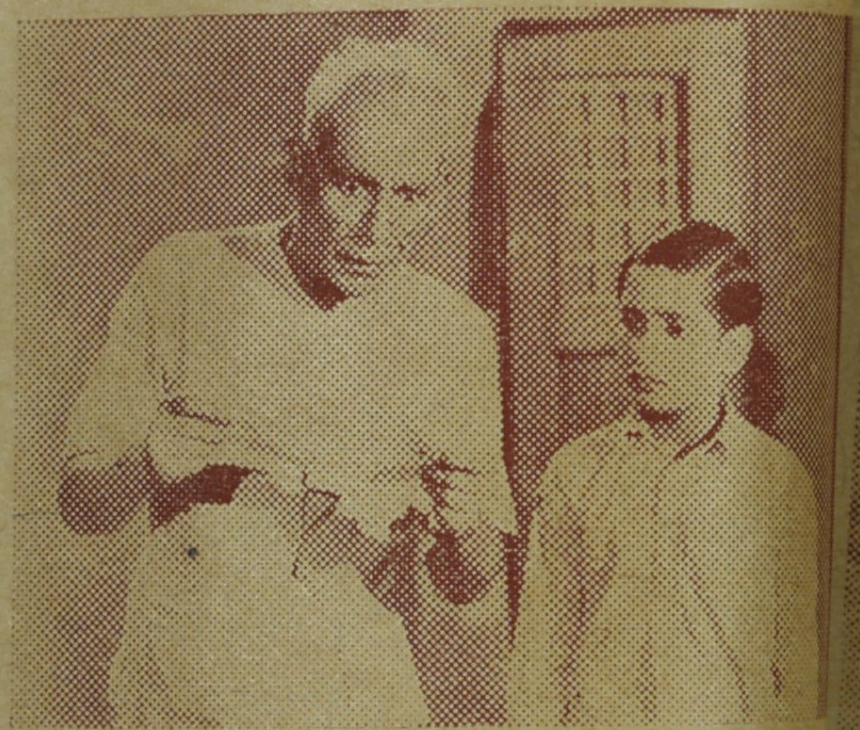

খেলা ? কিসের খেলা ? অক্ষরের খেলা

(কালী সরকার ও মাষ্টার বিভু)

মাষ্টার গৌতম ও রাণু

স্বপ্ন কি কখনো সত্য হয় ?

, আমি প্রথমে তোমাকে কি ব'লে ডেকেছিলুম ?
সেই যখন প্রথম জন্মেছিলুম ?

নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া বল্টু সকল
কেবল ওঙ্কারই শুনিতে লাগিল। সনাতন-পন্থী
ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়াও সে শূদ্র ভৃত্য ভ
ওঙ্কার গান গাওয়াইয়া ছাড়িল।

বল্টুর উৎপাতে সকলে অস্থির। পরীক্ষার
প্রশ্নের উত্তরে সে ভূরি ভূরি কবিতা লেখে।
মশায়দের একমাত্র আলোচনা—বল্টুর দৌরাত্ম্য।
স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্বেতবাহনবাবু বলি
"পিতা কবি, পিতামহ কবি, বল্টু কবিতা
না?"—এখন বল্টু পাঠশালে পড়ে না, পড়ে বড়

আস্তে আস্তে বল্টু আরও বড় হইল। ব
বিশ্বের কল্যাণের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু
কল্যাণ ত' ইচ্ছা করিলেই করা যায় না। নি
জাগিলে ত' ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগান যায় না
জাগরণের মন্ত্র শিখিবার জন্য ঈশ্বরের আরাধনা
লাগিল।

(একচল্লিশ পৃষ্ঠায়

কি আশ্চর্য্য!

ব্যাসের এই জন্মকথা গভীর প্রেরণার উৎ

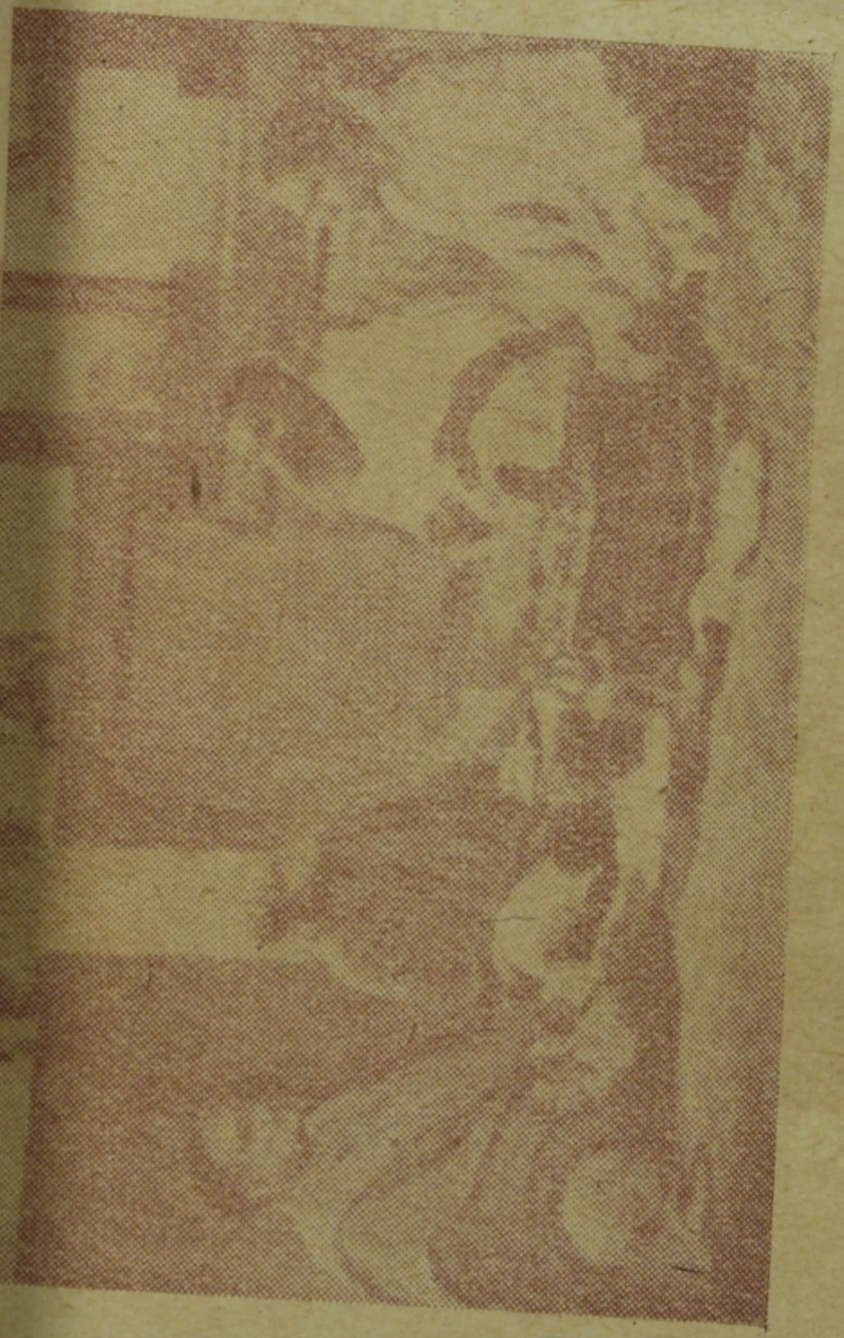

অনার্য্যকে আর্য্য করাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য।

গাঙ্গুলী মশায় (অবিনাশ দাশ) ও বল্টু (মাষ্ট

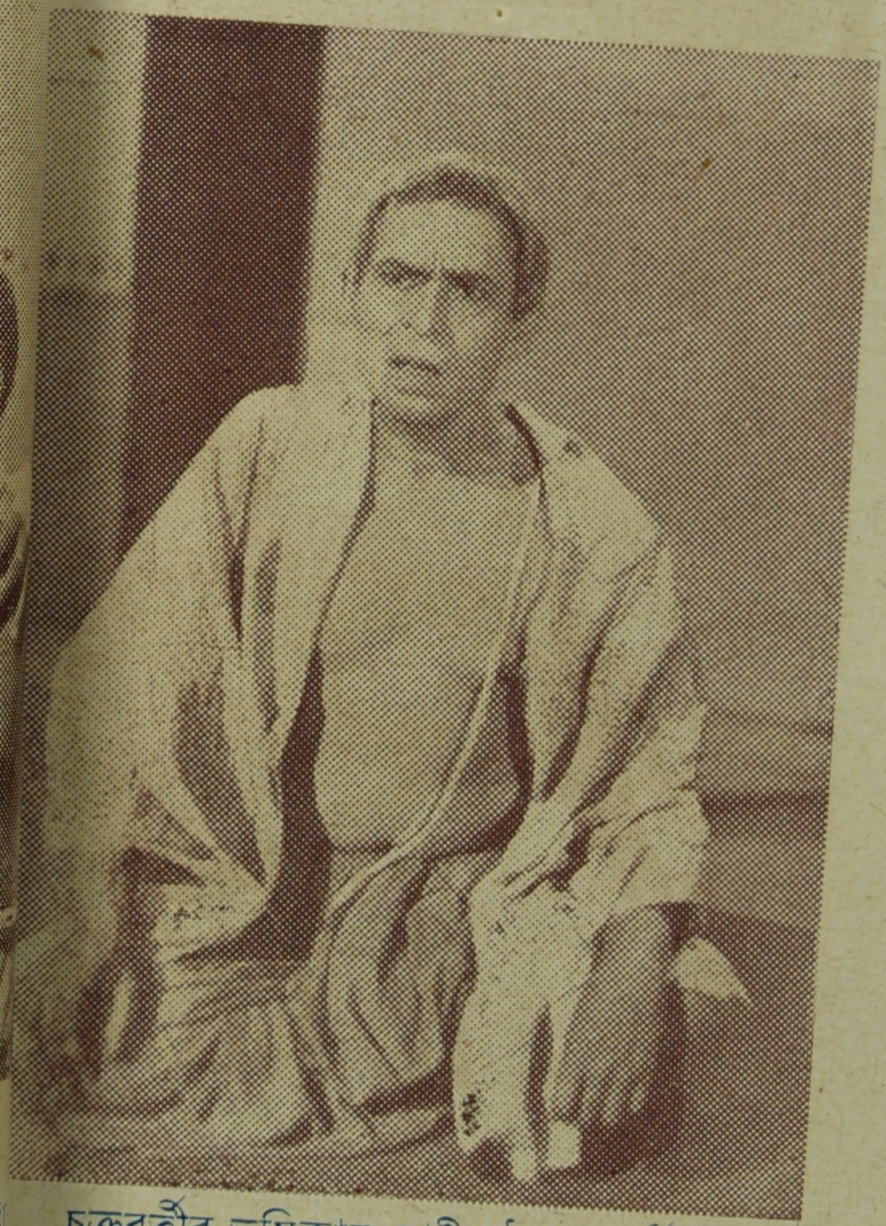

চক্রবর্ত্তীর ভূমিকায় বাণীকণ্ঠ মুখার্জ্জী

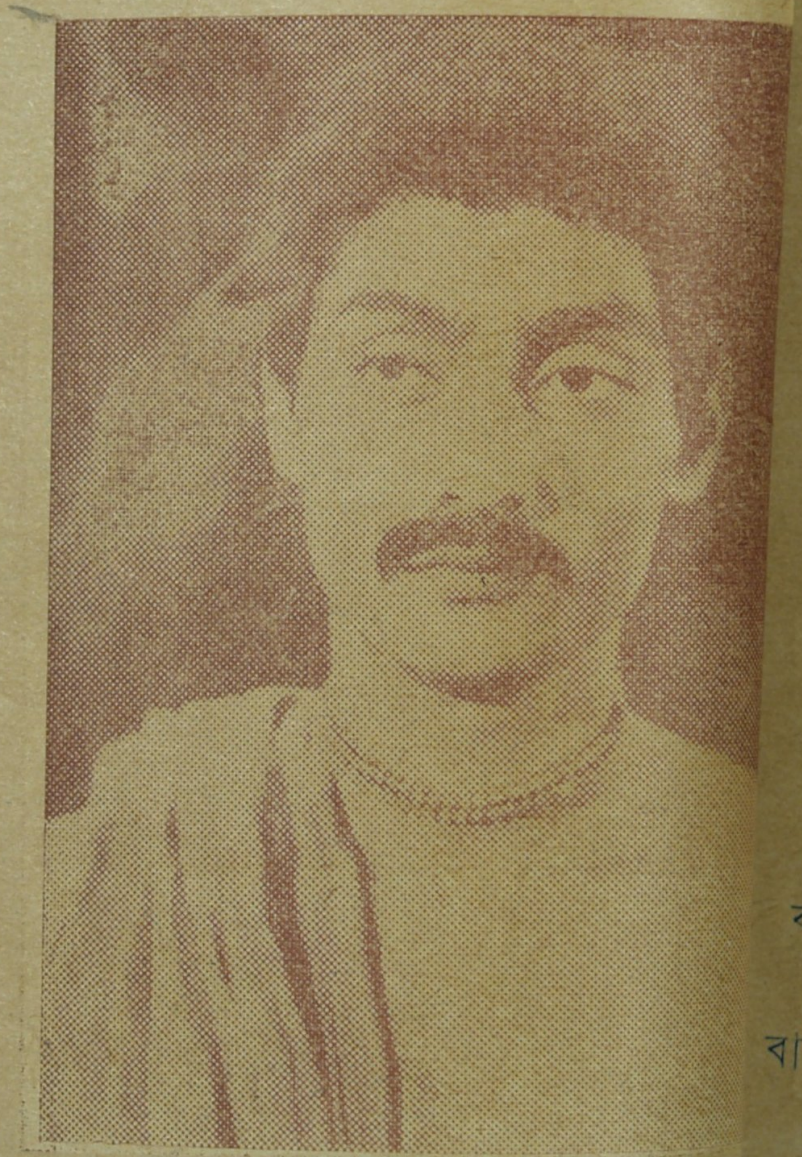

ভৃত্যের ভূমিকায় অতুল ঘোষ

কলিকালে কি শেষটায় ব্রাহ্মণের হৃৎপিণ্ড শূদ্রেরা
চিবিয়ে খাবে ?
বাণীবাবু, অতুল ঘোষ, অবিনাশ দাশ ও মাষ্টার বিভু)

তুমি কি ঘরে ঘরে ঘুমন্ত প্রাণ জাগাচ্ছ?

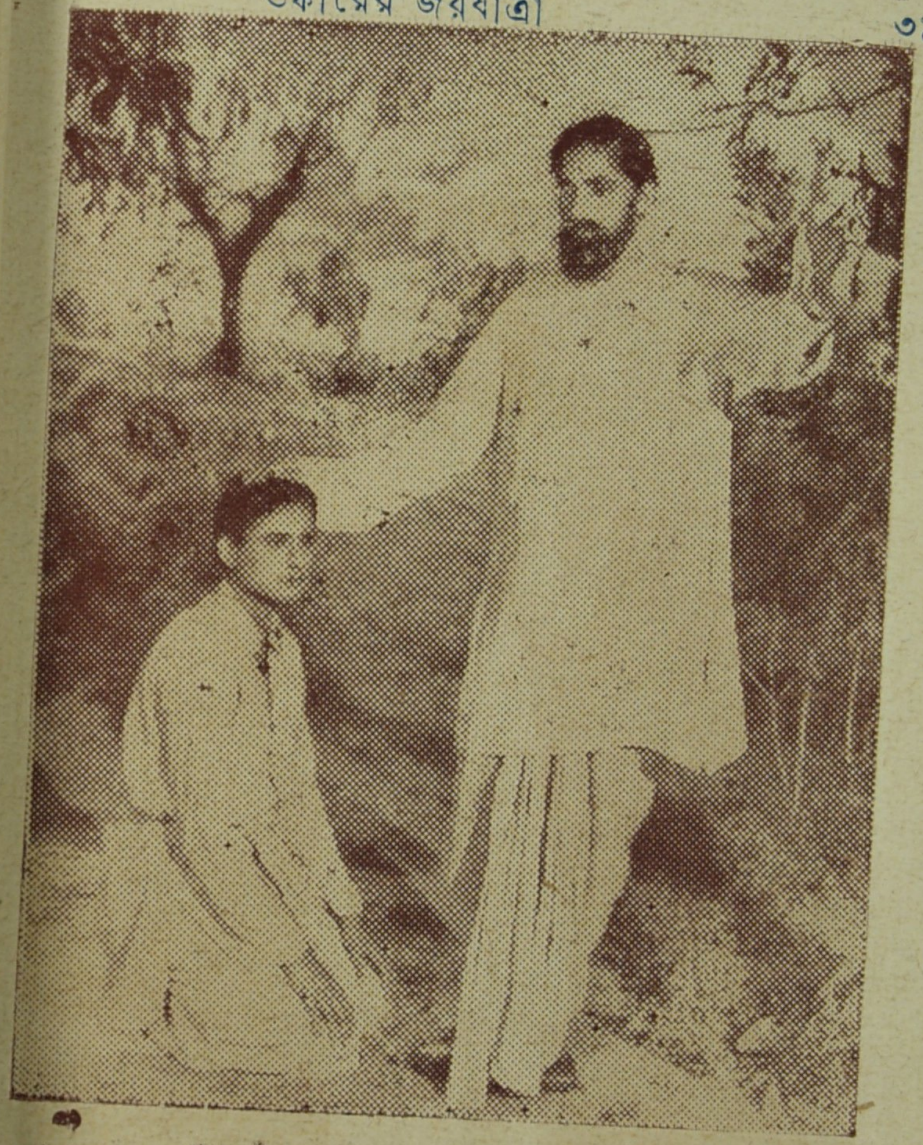

সংসার ছেড়ে চলে যাবি? তোর সাথে আমি বাদ সাধব না। আশীর্ব্বাদ করি, মানুষের মত মানুষ হ।

(তপন গাঙ্গুলী ও কমল মুখার্জ্জি)

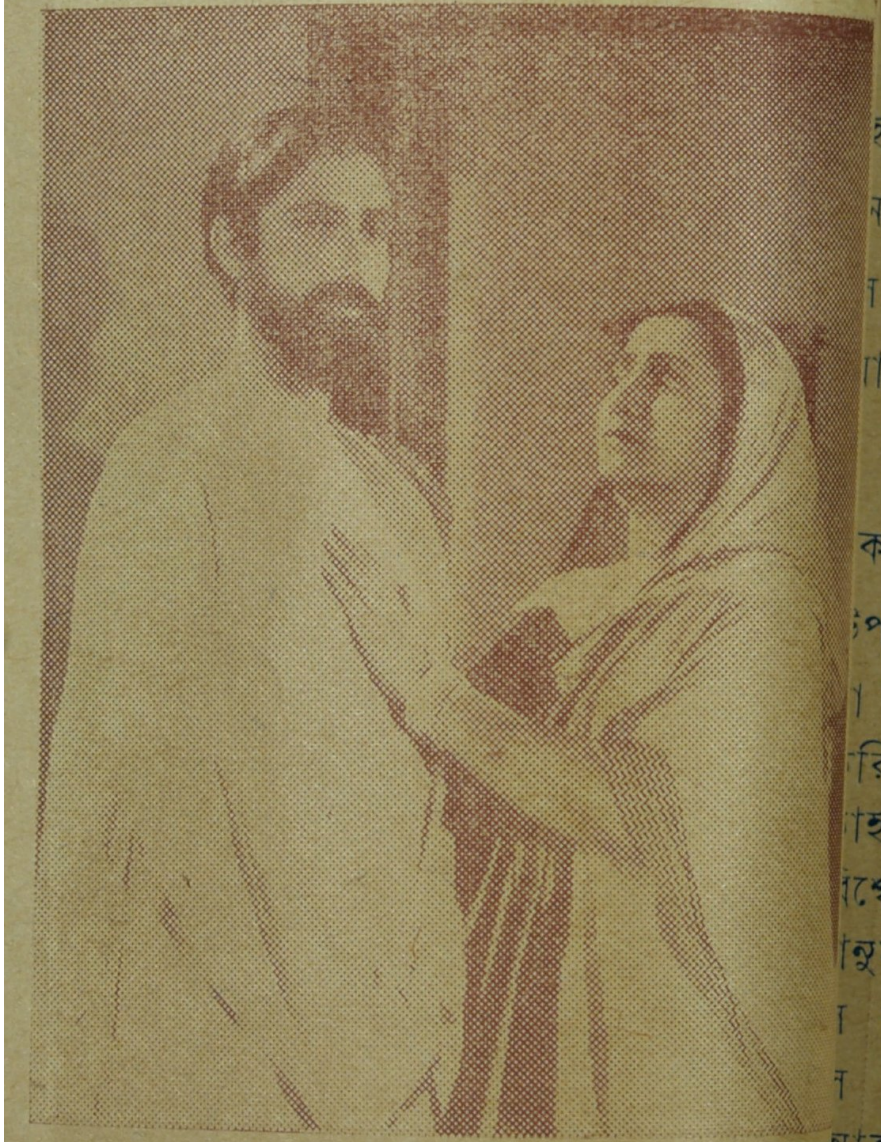

বল্টু চলে গেছে ? সত্যি চলে গেছে ? বল,
কোথায় গেছে ?
(তপন গাঙ্গুলী ও সাধনা রায়চৌধুরী)

নানা মন্ত্রে চলিতে লাগিল সাধন। নানা রূপে হইতে লাগিল দর্শন। ইষ্টমুখে শ্রবণে পশিতে লাগিল নানা দিব্য বাণী। সকলেরই মূল কথা এক,—ওঙ্কারই র্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, ওঙ্কারই সর্ব্ব সাধনার মূল, ওঙ্কারই াবতীয় আধ্যাত্মিক রহস্যের মূল উৎস।

শাস্ত্রবাণী, দৈববাণী, আপ্তবাণী সবই বাণী। বল্টু কবল বাণী শুনিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। সে চায় প্রত্যক্ষ পলব্ধি। যতক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপে এই তত্ত্ব তাহার আয়ত্ত হইবে, ততক্ষণ সে থামিবে না। সে সাধন রিতে লাগিল। কালক্রমে পূর্ণ সত্যের তত্ত্বোপলব্ধি াহার ঘটিল। সে বুঝিল,—সে কৃতকৃত্য। নিখিল শ্বের দিকে তাকাইয়া সে দেখিল,—জগৎ কি সুন্দর, ানুষ কত মহৎ! সে সঙ্কল্প করিল, মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে। অঞ্জলি ভরিয়া ঘৃত লইয়া হোমকুণ্ডে আত্মোৎসর্গের মন্ত্র উচ্চারণ করিল,— াত্মানং জুহোমি।” এ আত্মোৎসর্গ নিজের মোক্ষের ত্য নয়। বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য।

(৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

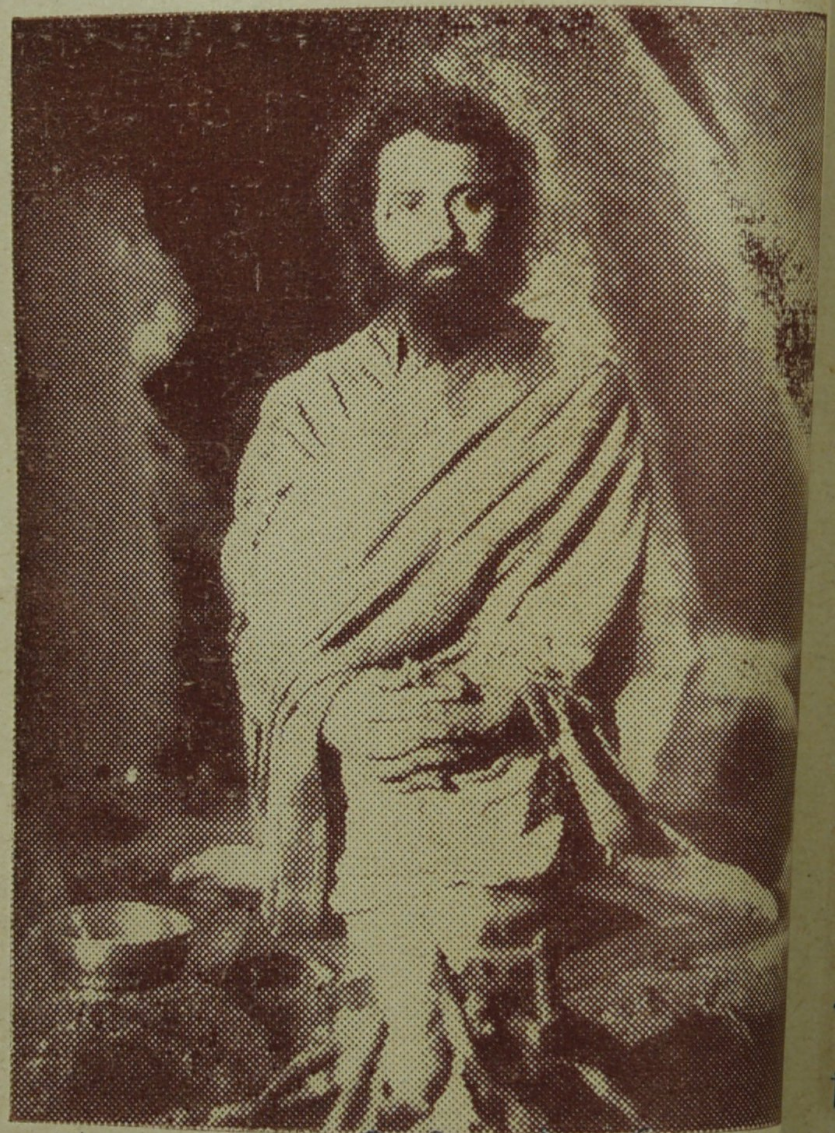

মানুষের সেবায় আমি জীবন উৎসর্গ করব।
(একটী সুমহৎ দৃশ্যে পরিমল সেন)

এবার লোকালয়। স্থাপিত হইল আশ্রম। কর্ত্তিত হইল বনভূমি। আরম্ভ হইল বৃক্ষসৃষ্টি। ব্যাপক বিরাট্ আন্দোলনরূপে শুরু হইল ফলবৃক্ষ বিতরণ, পাথর ভাঙ্গিয়া পল্লীবাসীদের জন্য পথ-নির্ম্মাণ, রুগ্নদের জন্য ঔষধ প্রদান এবং শাস্ত্রের শাশ্বত বাণীর ব্যাখ্যা।

বরদা বলিল,—"গুরুদেব, জনসেবা করতে অর্থ লাগে।" প্রবোধ বলিল,—"গুরুদেব, মুষ্টিভিক্ষার ঘট বসালে হয় না? নিকটবর্ত্তী কলিয়ারীর বাবুরা খুব উদার।" গুরুদেব বলিলেন,—"না রে, আমাদের রাস্তা অভিক্ষা। ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে চল্। ভিক্ষা ছাড়াই তোরা জগতের অশেষ সেবা কর্ত্তে পার্বি।"

চলিল পাথর-কাঁকরের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। বজ্রকঠিন পাথরের বুকে নন্দন কানন ফুটিয়া উঠিল। শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করিল,—"গুরুদেব, আগে আপনি দু' এক-জনকে দীক্ষা দিতেন, এখন তাও বন্ধ করেছেন—কারণ

কি ?" গুরুদেব বলিলেন—"খালি পেটে ধর্ম্ম হ
না রে বাবা। আগে এদের পেটে দেব অন্ন। তারপ
ডেকে বল্‌ব—এই নে আমার ধর্ম্ম, যা পরানুগ্রহজী
ক্লীবের নয়,—যা হচ্ছে শক্তিমানের ধর্ম্ম, পূর্ণ মানুষে
ধর্ম্ম।"

দেশব্যাপী লাগিয়াছে দুর্ভিক্ষ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দমনে
কোন উপায় নাই। নিরন্ন জনগণ আসিয়া কাঁদি
পড়িল আশ্রমে। বলিল—"বাবা, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে
একটা পত্র লিখে দাও, যেন তিনি আমাদের অন্নদানের
ব্যবস্থা করেন।" গুরুদেব বলিলেন—"তা কি হয়
ভিক্ষা, যাচ্ঞা, প্রার্থনা, অনুনয় এসব আমার দ্বারা হ
না। ইচ্ছা করিস্ ত' আমার সঙ্গে আয়, দুর্ভিক্ষ দমনে
অন্য রাস্তা আছে।" পল্লীতে পল্লীতে কর্ম্মান্বেষণে
অভিযান শুরু হইল—"যে যা পার, কাজ দাও
কাজ দিয়া নিরন্নকে বাঁচাও।" এই আন্দোলনের কি
সুফলও ফলিল। গ্রামে গ্রামে বহু সহৃদয় ব্যক্তি নিরন্ন
দিগকে কাজ দিতে লাগিলেন। যাহারা কোথা

াজ পাইল না, তাহারা আসিয়া গাঁইত-কোদাল ধরিল
রুদেবের আশ্রমে। ধারাবাহিক চারিমাস এই অভিনব
ত-সাধনের ফলে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল।

বরদা জিজ্ঞাসা করিল—"গুরুদেব, আপনার লেখা
ই বিক্রী ক'রে যে টাকাগুলি জমেছিল, সবই ত' গেল
ভিক্ষে খরচ হয়ে।" প্রবোধ বলিল,—"সাধ ছিল
শ্রমে একটা মন্দির হবে। সে আশা নির্ম্মূল হল।"
রুদেব বলিলেন,—"ইট কাঠ পাথরের মন্দির দিয়ে কি
ছা? মন্দির আমি গড়তে চাই মানুষের মনে।"

* * * * * *

কেবল সমতলবাসীদের মধ্যে কাজ করিয়াই
পসের মন তুষ্ট রহিল না। ছুটিলেন তিনি বনে পর্ব্বতে,
ন অরণ্যে, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে, নিদারুণ গিরিসঙ্কটে,—
খানে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয়, এই বুঝি হাতীর পিঠ
ইতে পড়িয়া চূর্ণ হইলাম, যেখানে বলবান সুশিক্ষিত
তীও প্রতি পাদবিক্ষেপে একবার করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে
শ্বর স্মরণ করিয়া বলে,—"রক্ষা কর!"—আর্য্য অনার্য্য,
এবং অসুর সকলকে লইয়া সৃষ্টি হইবে এক নূতন

স্বর্গ-রাজ্য,—এই দুঃসাহসিক আরণ্য অভিযান
জন্য।

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা" যুগধর্ম্মের এই বিরাট্ দা
ছায়াতে দিয়াছে রূপ আর বাণীতে করিয়াছে
সঞ্চার।

———

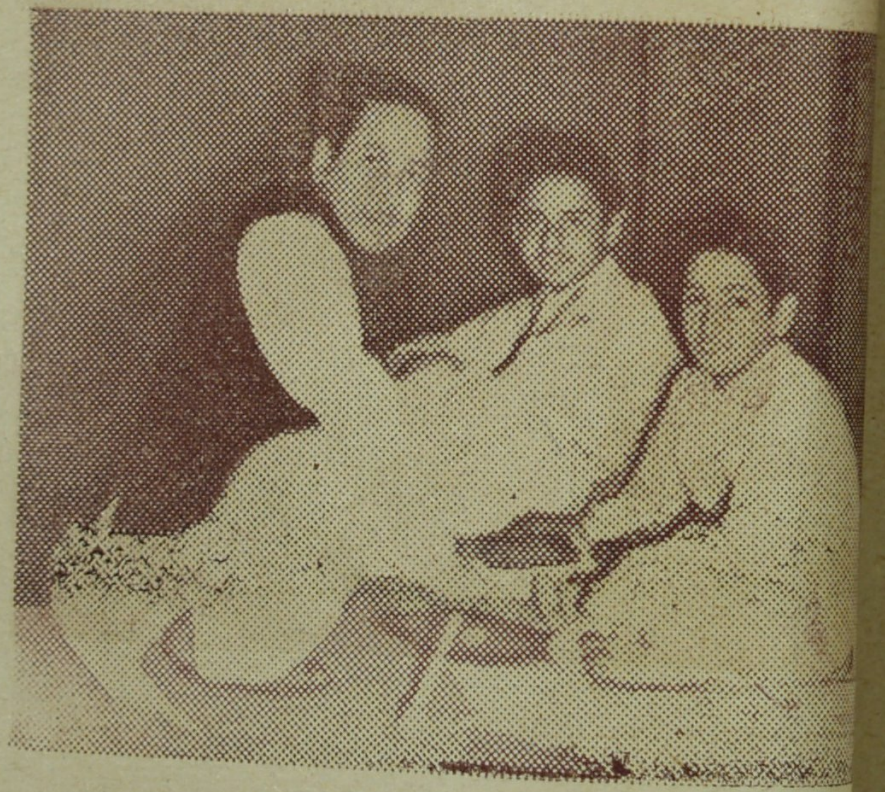

পরিমল সেন, নবাগত কমল মুখার্জ্জী ও মাষ্টার

কেবল আক্রোশ, গর্জ্জন আর আস্ফালনেই ব্রাহ্মণত্ব
থাকে না চক্রবর্ত্তী, তপস্যা চাই
(বাণীবাবু ও অবিনাশ দাশ)

নবাগত কমল মুখার্জ্জী

ওঙ্কারের জয়যাত্রার সঙ্গীতাংশ

(১)

শিল্পী ঃ—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, কুমারী মঞ্জু গাঙ্গুলী, শ্রীমতী ডলি, কুমারী আরতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্তা।

জয় জয় ব্রহ্ম, পরাৎপর, ঈশ্বর,
শমন-গর্ব্ব-পরিভঞ্জ।
জয় জয় শান্ত, সমাহিত, সুন্দর,
জয় মন্মথ-মদ-গঞ্জ॥

পরমানন্দ, নিকেতন, কারণ,
সঙ্কট-তারণ, বন্ধু,

সত্য, সনাতন, ভব-ভয়-বারণ,
নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু,
মানস-মোহন, ভক্ত-পরায়ণ,
চির-মঙ্গল-মধুপুঞ্জ ॥

জয় জয় শাশ্বত, বিশ্ববিধায়ক,
জয় জয় স্রষ্টা, সংহর, পালক,
জয় জগজীবক, পাবক, তারক,
শরণাগত-জন-কল্মষ-হারক ;
নিরঞ্জন, জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ,
পরম-প্রেম-রসাল,
নিখিল ভুবনময়, বিশ্বনাথ, প্রভু,
দীন-সহায়, কৃপাল,
অন্ধ-নয়ন-যুগ-তিমির-বিনাশক,
নিত্য-প্রদীপ্ত জ্ঞানাঞ্জ ॥

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা"র রূপায়ণে তপন গাঙ্গুলী,
রথীন ঘোষ ও শিবেন ব্যানার্জ্জি

(২)

শিল্পী ঃ—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবার কাছে হও হে প্রকাশ,
হও হে।

সত্য, সনাতন, ভব-ভয়-বারণ,
নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু,
মানস-মোহন, ভক্ত-পরায়ণ,
চির-মঙ্গল-মধুপুঞ্জ ॥

জয় জয় শাশ্বত, বিশ্ববিধায়ক,
জয় জয় স্রষ্টা, সংহর, পালক,
জয় জগজীবক, পাবক, তারক,
শরণাগত-জন-কল্মষ-হারক ;
নিরঞ্জন, জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ,
পরম-প্রেম-রসাল,
নিখিল ভুবনময়, বিশ্বনাথ, প্রভু,
দীন-সহায়, কৃপাল,
অন্ধ-নয়ন-যুগ-তিমির-বিনাশক,
নিত্য-প্রদীপ্ত জ্ঞানাঞ্জ ॥

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা"র রূপায়ণে তপন গাঙ্গুলী,
রথীন ঘোষ ও শিবেন ব্যানার্জ্জি

(২)

শিল্পী ঃ—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবার কাছে হও হে প্রকাশ,
হও হে।

সবার প্রাণের আপন হ'য়ে
হৃদয় জুড়ে র
থাক্‌বে কেন একলাটী মোর,
সবার তুমি হও চিত-চোর ;
সবাইকে ওই প্রাণ-জুড়ান
শীতল বুকে ন
সবার তুমি হও হে জীবন,
হও সকলের আনন্দ-ধন ;
সবার তুমি না হও যদি,
আমার তুমি নও

(৩)

শিল্পী :—প্রশান্তকুমার।

জাগো, জাগো—
জাগো ব্রাহ্মণ, জাগো শূদ্র,
জাগো সম্রাট, জাগো ক্ষুদ্র ;—
জগ-জন-মঙ্গল-কাজে
সবে লাগো, সবে লাগো।
জাগো, জাগো, জাগো।

(৪)

শিল্পী —সঙ্গীত-পরিচালক নিজে।

মানুষ খুঁজিয়া মরে মানুষের মন।
পিয়াসা-মিটান প্রাণ মানস-রমণ।
(হৃদয়-রতন, মনেরই মতন)

যাঁহার সুখ-পরশে
নয়নে ধারা বরষে,
ডুবু ডুবু প্রেমরসে
যৌবন জীবন।

যাঁহারে পাইলে বুকে
হাসি ফোটে সারা মুখে,
সমভাবে সুখে দুখে
আপনার জন।
(পরশ-রতন, জীবন-জীবন)

(ষাট পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা"র রূপদানে শান্তি চক্রবর্

তপন গাঙ্গুলী ও জীবন সাহু

বল্‌তে পার, ভারতবর্ষ কোথায় ?

আমি সংসার ছেড়ে চলে যাব। আমায় অ
দিন বাবা!
(তপন গাঙ্গুলী ও কমল মুখার্জ্জী)

ফিরে এলি বাবা, ফিরে এলি!
(সাধনা রায়চৌধুরী ও কমল মুখার্জ্জী)

(৫)

শিল্পী :—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাণের বীণা মধুর সুরে
প্রণব-গাথা গা রে।
জাগা রে আজ সুপ্ত চেতন
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে॥

জগৎ-জোড়া যতেক ধ্বনি,
প্রণব যে তার মধ্য-মণি,
এই বিভূতির কর্‌রে প্রকাশ
টঙ্কারে টঙ্কারে;
সেই মহিমার বিকাশ ঘটা
তোর ঐ তারে তারে॥
সকল নামের সমন্বয়
একটী নামেই সুনিশ্চয়,

এই নামেতেই মজুক আমার
হৃদয় নির্ব্বিচারে,
নিখিল তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত
পবিত্র ওঙ্কারে॥

(৬)

শিল্পী :—কুমারী মঞ্জু গঙ্গোপাধ্যায়।

হারে, ওঙ্কারে বীণা বাজে রে।
বাহিরে বাজে না বাজে
প্রাণ-মাঝারে।
বাহিরে বাজে না বাজে
মনো-মাঝারে॥

মরমের কাণে শুনি
কিবা মধুর ধ্বনি
—এই সরমের কাণে নয়—
—এই ভরমের কাণে নয়—

—দিবা যামিনী,
নাচে পরাণি
—তালে বেতালে—
আকুলি-ব্যাকুলি উঠি' বারে বারে।
পরাণ জুড়িয়া শুধু চাহি তারে॥

সরস পরশ লাগি'
হরষ উঠিছে জাগি';
দরশ-আশে—শ্বাসে শ্বাসে
গভীর রাগিণী শত উঠে ফুকারে।
ওঙ্কার-ঝঙ্কার তারে তারে॥

(৭)

শিল্পী ঃ—সঙ্গীত-পরিচালক নিজে।

কথা ঃ—স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

শুধু সে রেখে গেল চরণ-রেখা গো!
মলিন স্মৃতি-কণা বাসনা-মাখা গো!!

চপলা-চঞ্চল আলোক-রাশি মাঝে
নিমেষ দেখেছিনু সোহাগ-সুখ-সাজে;
আর ত আসিল না,
আর ত হাসিল না,
আর সে দিল না ত' ফিরিয়া দেখা গো!!

পীযূষ-প্রীতি-ধারা মধুর স্নেহ-রাশি
পিয়াস-আকুলিত করুণ মধুহাসি,
সেই যে রেখে গেছে
আঁধার হৃদি-মাঝে,
তা লয়ে বসে আছি আঁধারে একা গো!!

(৮)

শিল্পী ঃ—সঙ্গীত-পরিচালক নিজে।

আগে, জাগা নিজের প্রাণ,
তবে ত ভাই উঠবে জেগে
বিশ্ব-জগৎখান!
আগে, জাগা নিজের প্রাণ।

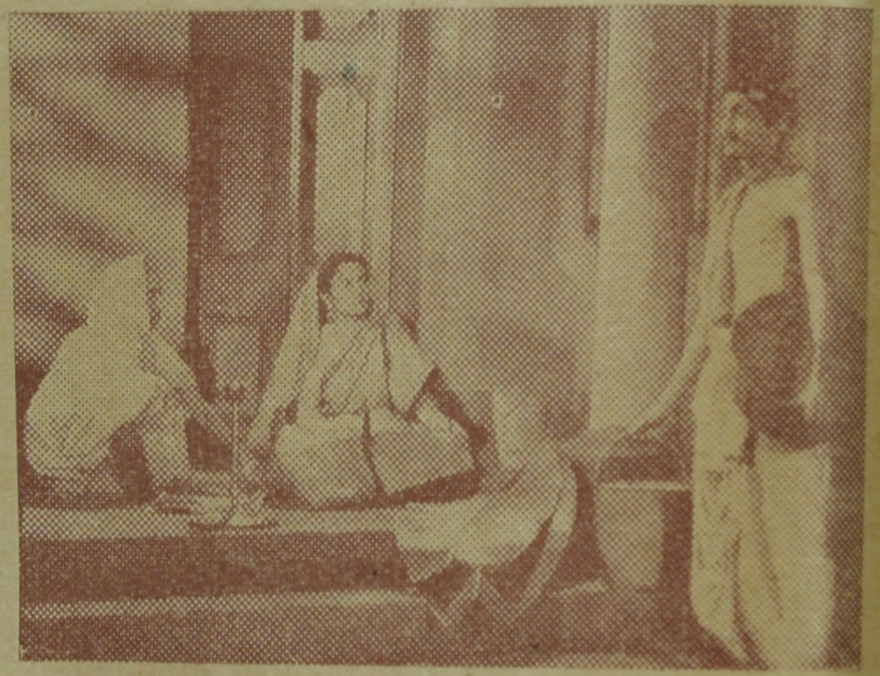

সত্যই কি বল্টু, শেষটায় পাগল হয়ে যাবে?

(৯)

শিল্পী ঃ—পান্নালাল ভট্টাচার্য্য।

প্রভুগো, দাও গো মোরে পাগল ক'রে।
হাসাও মোরে, কাঁদাও মোরে,
ভাসাও মোরে আঁখির ধারে॥

দিন-রজনী আপন মনে
কইব কথা তোমার সনে,

তোমার আমার প্রাণের মিলন
আর যেন কেউ বুঝ্‌তে নারে॥

অঙ্গে যেন মেখে কাদা
সার করি' ঐ নামে কাঁদা;
সকল শিকল, সকল বাধা
দেই গো ভেঙ্গে, দেই গো চূড়ে॥

ঠিক যেন গো নদীর মত
স্রোতের টানে রই সতত,
নাম-প্রবাহের জোয়ার-ভাটায়
জগৎ ভুলি তোমার তরে॥

দাও ভুলিয়ে তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
চাই শুধু ঐ নামের সুধা;
করুক নিন্দা বিশ্বভুবন,—
রইল সব ঐ চরণ 'পরে॥

(আটষট্টি পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

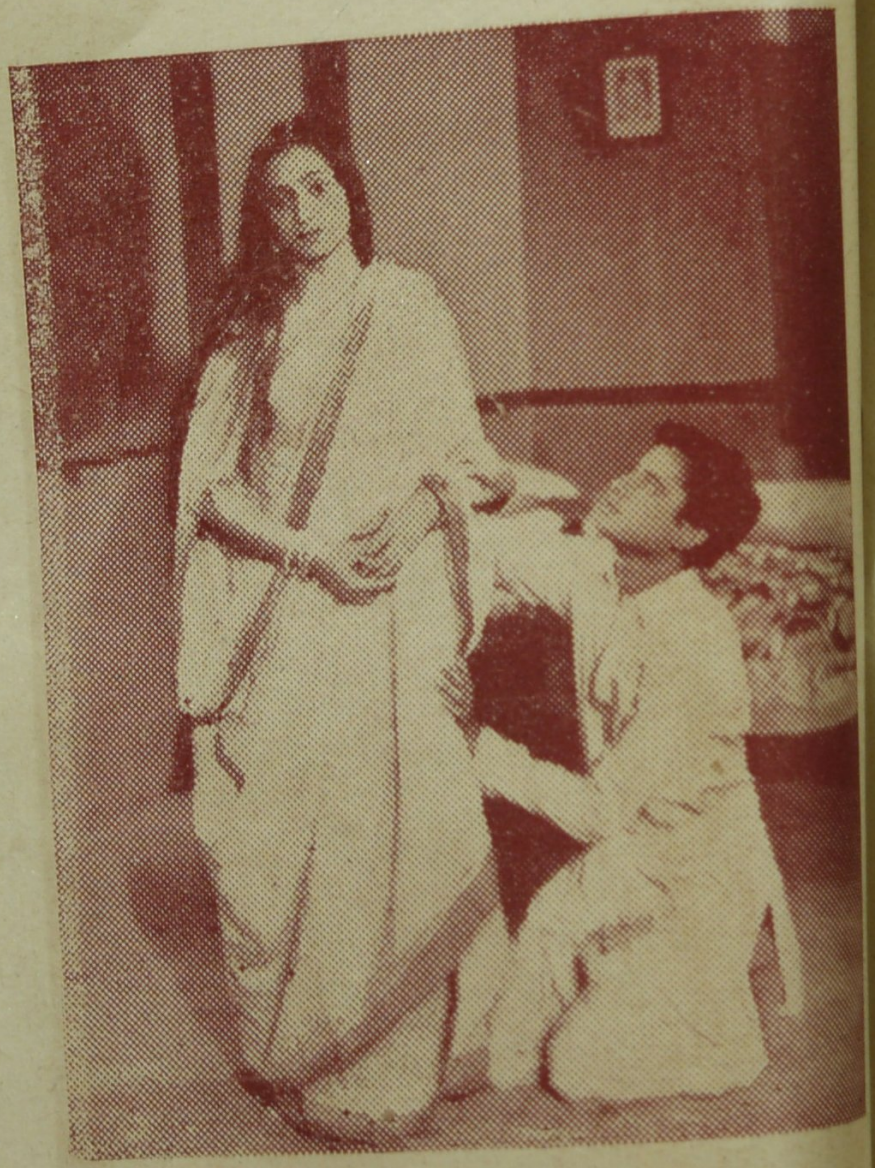

দাও মা বিদায়, কর মা আশীর্ব্বাদ !

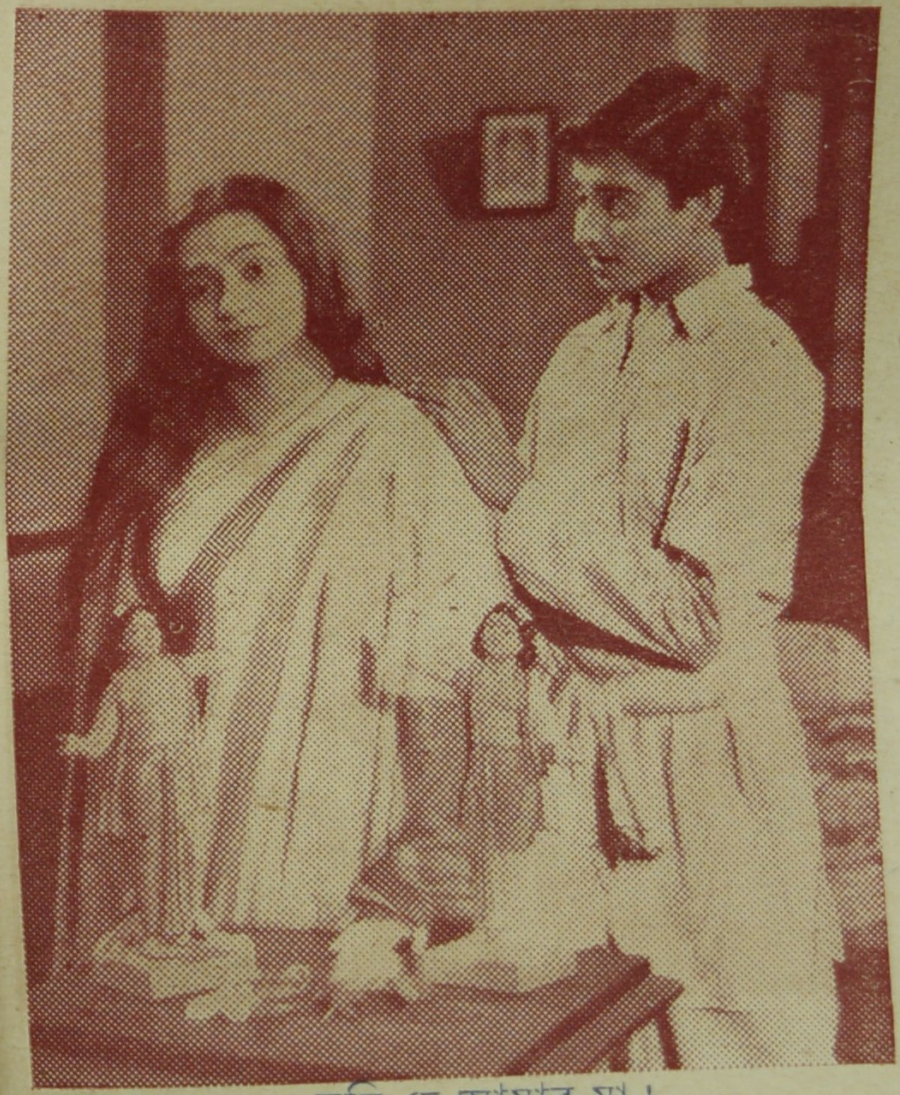

তুমি যে আমার মা !

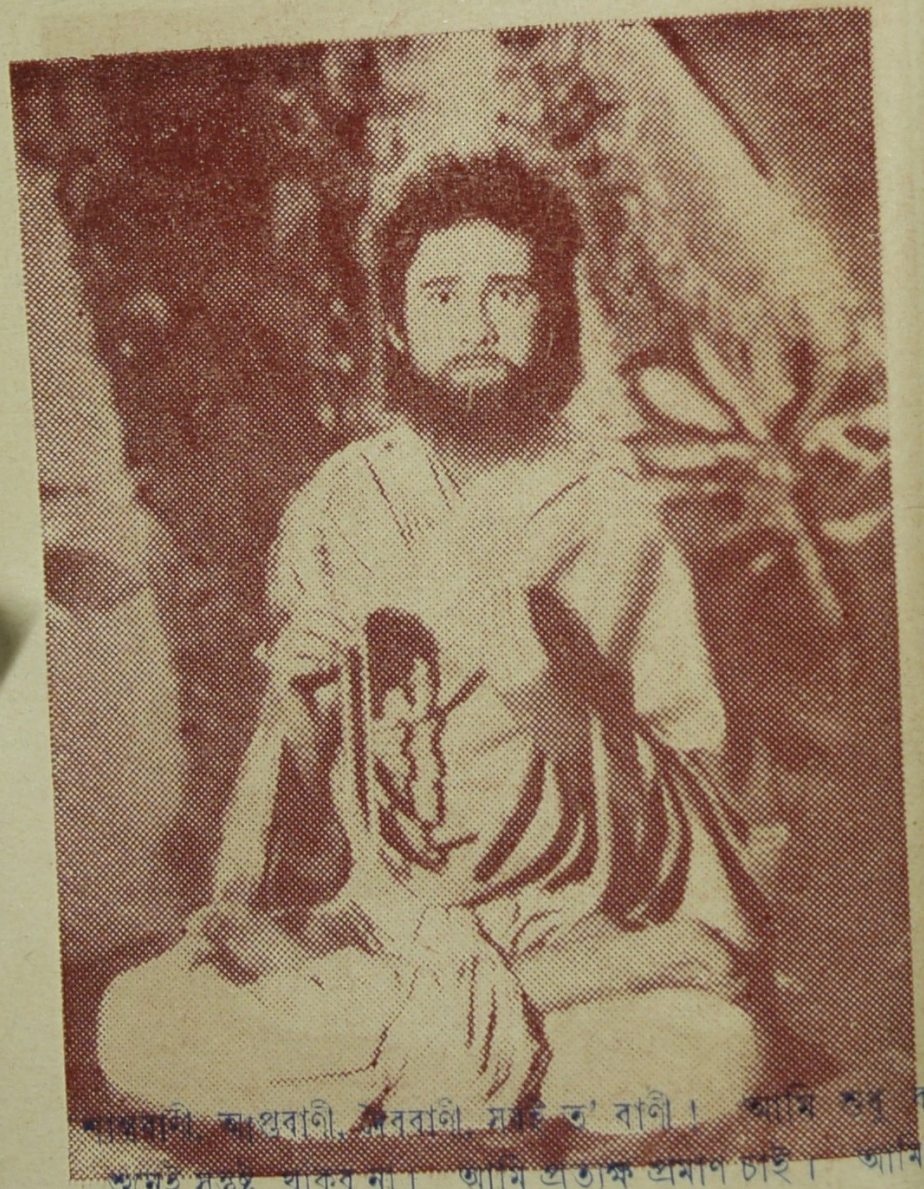

শাস্ত্রবাণী, আপ্তবাণী, ঋষিবাণী, সবই ত' বাণী। আমি শুধু কথা শুনেই সন্তুষ্ট থাকব না। আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। আমি সাধন ক'রে সত্যকে জান্‌তে চাই।"

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

(১২)

শিল্পী ঃ—পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঋষির ভারতে এসেছে আবার
ঋষি-জীবনের শিক্ষা।
হে নবভারত, লহ নতশিরে
এ নবীন মহাদীক্ষা॥

নিজের চরণে করি' নির্ভর
দাঁড়াও আবার বহুকাল পর,
নিজ বাহুবলে জিনিয়া বিশ্ব
না চাহি' কাহারো ভিক্ষা।

অতীতের যশোগৌরব-গান
নব মূরতিতে লভুক পরাণ,
কত যুগ ধরি' যে মহাচিত্র
করিছে কাল-প্রতীক্ষা।

আবার জাগাও জাতির চেতনা,
আবার ঘুচাও দেশের বেদনা,
স্বাবলম্বনে আত্মবলের
দাও কঠোর পরীক্ষা॥

"বজ্র-কঠিন এই পাথরে, ফুটবে রে ফুল থরে থরে।"

(১৩)

আবাদ কত্তে মন ছিল না
বন্ধু কে এক এসে,—
"চাষার বিদ্যা শিখ্‌তে হবে"—
বল্লে হেসে হেসে।

"বজ্র-কঠিন এই পাথরে
ফুট্‌বে রে ফুল থরে-থরে,
মরুভূমির শুষ্ক বেলা
সাজবে সবুজ বেশে",—
বল্লে হেসে হেসে।

নিলাম কিনে ঝুড়ি-কোদাল,
চাষের বলদ, নিড়ানি, হাল,
বন্দোবস্ত নিলাম জমি
প্রাণের গভীর দেশে।

সেদিন থেকে পাট চলেছে,
শক্ত মাটির দম্ভ গেছে;
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
—হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং ঐং,
হুং, রাং, ক্রীং, হং—
বীজ-বপনের বেলায় যে গোল
লাগ্‌ল অবশেষে।

——

"বজ্র-কঠিন এই পাথরে, ফুট্‌বে রে ফুল থরে থরে।"

(১৪)

পেয়েছি ভাই, আসল বীজের
পেয়েছি সন্ধান।
বীজের জন্য খুঁজেছি এই
বিশ্বজগৎ-খান॥

কেউ বলেছে,—"কামের বীজে
—ক্লীং, ক্লীং, ক্লীং—
প্রেমের ভুবন উঠ্‌বে সৃজে;"
কেউ বলেছে,—"মায়ার মন্ত্রে
—হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং, হ্রীং—
স্বপ্ন-অবসান।"

পরশ-মণি ঘরে এল
—ওম্, ওম্—
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল,
অভয় পরাণ সবার সুখে
কর্‌ল আত্মদান॥

হরি ওঁ কীর্ত্তন ঃ—রামকমল, অনন্তরাম, দেবেন, রেবা, মঞ্জুলা, ছবিরাণী, স্বপ্না, শ্যামলী (২নং), মমতা, ইলা, শীলা, ভারতী, অসীমা, রঞ্জিতা, মায়া, লিলি, মীরা, দীপ্তি ও কলিকাতা অখণ্ড-মণ্ডলী।

[দুইটী ব্যতীত অপর সকল গানই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-রচিত এবং তৎপ্রণীত "মন্দির" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।]

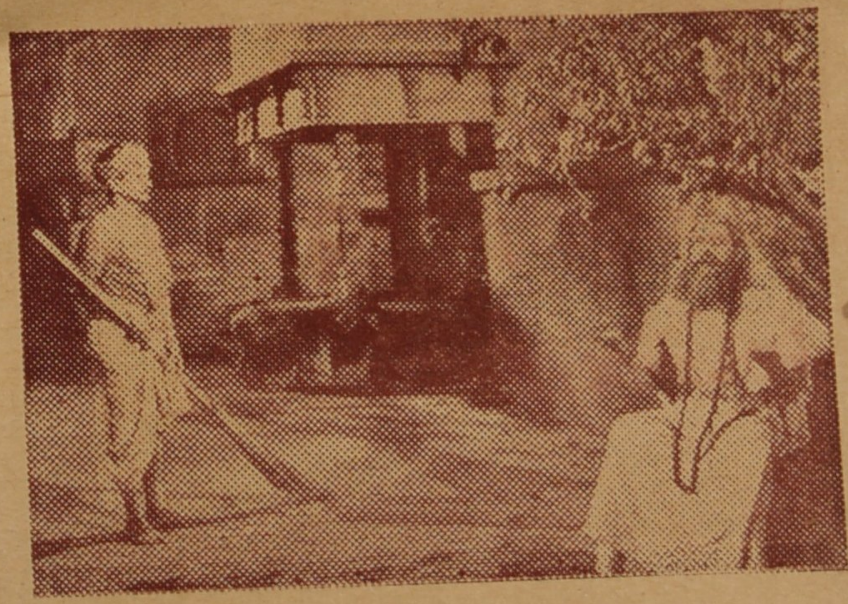

রাস্তা ঝাড়ু দাও বলিয়া কি তুমি অস্পৃশ্য?

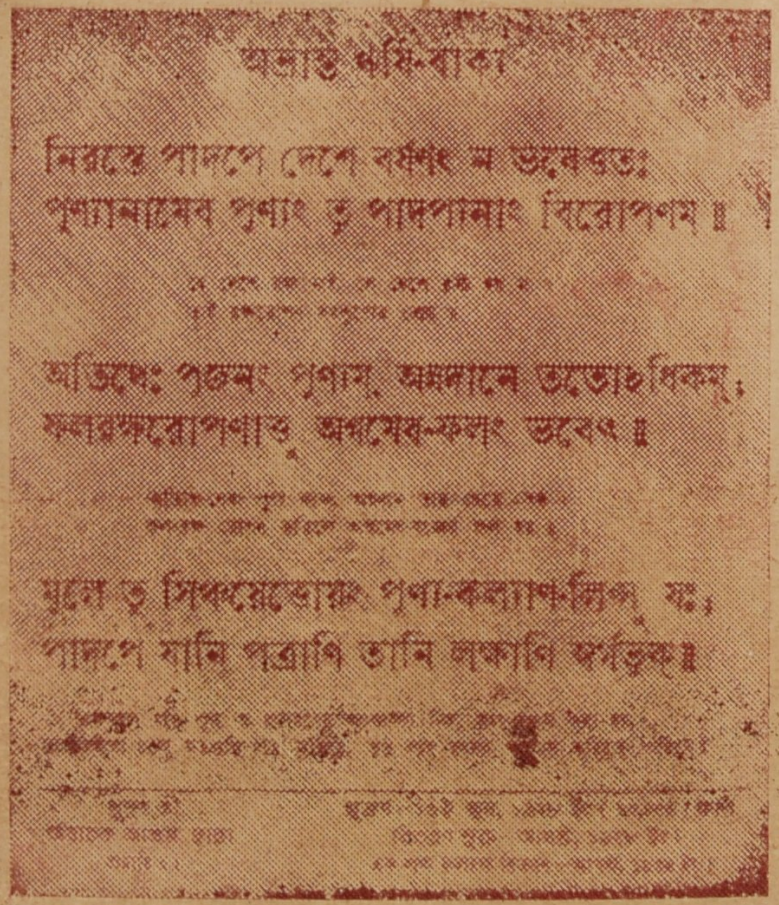

অভ্রান্ত ঋষি-বাক্য

নিরন্ধে পাদপে দেশে বর্দ্ধিতং ন ভবেদ্যতঃ
পুণ্যানামেব পুণ্যং তু পাদপানাং বিরোপণম্ ॥

অতিদেঃ পঞ্চকং পুণ্যম্, অন্নদানে ততোঽধিকম্;
ফলবৃক্ষরোপণাত্তু অপমেব-ফলং ভবেৎ ॥

মূলে তু সিঞ্চয়েত্তোয়ং পুণ্য-কল্যাণ-লিপ্সু যঃ,
পাদপে যানি পত্রাণি তানি লক্ষাণি স্বর্গভুক্ ॥

বৃক্ষসৃষ্টির ব্যাপক আন্দোলন, ১৯২৮ ইং।

এই ত' আশ্রম-কুটীর। কদন্ন আহার আর অনশন সহ্য ক'রে ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু কি তার উদ্দেশ্য?

আশ্রমের যা উদ্দেশ্য, জীবনেরও তাই। ভগবানে আত্ম-সমর্পণই জীবনের লক্ষ্য। তার সাধনহচ্ছে নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ জীবসেবা।

গ্রামবাসীরা আমের চারাগুলি ফিরিয়ে দিল? বেশ।
আমি নিজ হাতে ঘরে ঘরে গিয়ে পুঁতে দিয়ে আস্‌ব।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে হলচালন কল্লে পাপ হয়?
না, তা' হয় না।

শেষে কি তুমি সর্প রূপে এলে? তোমার মতলবখানা কি?

প্রেম ও শঙ্কর, Love is God and God is Love.
প্রেম বন্যা, চাই কর্ম্মময় বীর্য্যময় মহৎ জীবন।

দোহাই বাবামণি, দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা কর।

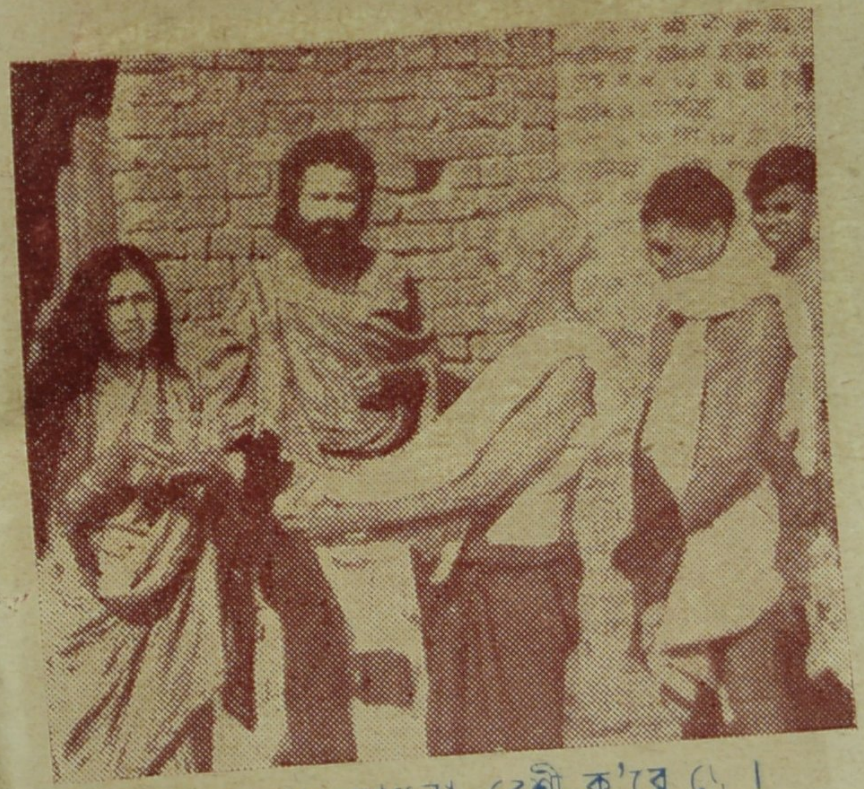

দে মা সাধনা, বেশী ক'রে দে।

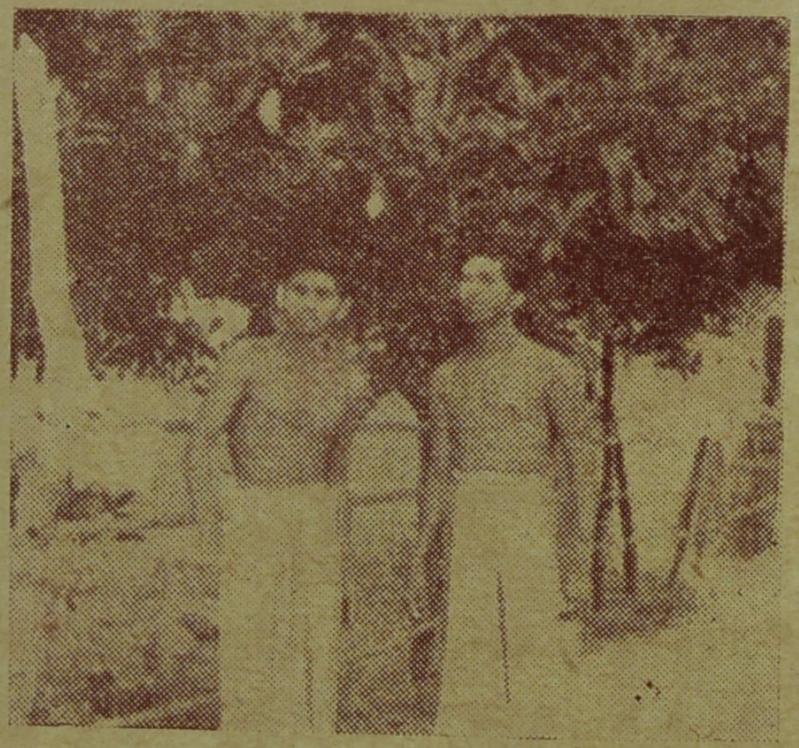

সতিা, এত বড় একটা দুর্ভিক্ষ দূর হ'য়ে গেল !
সাধনাদি এত টাকা পেলেন কোথায় ?

স্পিরিচুয়াল

এণ্টারপ্রাইজেস

প্রাইভেট

লিমিটেড

কলিকাতা কর্পোরেশানের

নিকট

অশেষ কৃতজ্ঞতা

জানাইতেছেন।

স্পিরিচুয়্যাল এণ্টারপ্রাইজের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

"বন-পাহাড়ের ডাক"

Printed at the Ayachak Ashram Printing Works, D 46/19A, Swarupananda Street, Varanasi (1) by Snehamay Brahmachary and published by Kali Charan Sen, Production Manager, Spiritual Enterprises Private Ltd., 64, Amherst Row, Calcutta-9.

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শ্রীহস্ত-রচিত অমূল্য গ্রন্থাবলী

সরল ব্রহ্মচর্য্য

অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী। অল্প কথায় অধিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। মূল্য দশ আনা।

আদর্শ ছাত্র-জীবন

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের যাবতীয় খুঁটিনাটি সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ সদুত্তর। মূল্য এক টাকা।

অসংযমের মূলোচ্ছেদ

অসংযমের মূল উৎপাটন করিবার উপায় কি, কৌশল কি, সেই বিষয়ে প্রাণময়ী ভাষায় উপদেশ।

মূল্য বারো আনা।

জীবনের প্রথম প্রভাত

অতি কচি-কিশোরদের জন্য প্রদত্ত ব্রহ্মচর্য্যের মূলীভূত উপদেশসমূহ। মূল্য আট আনা।

সংযম-সাধনা

সহজবোধ্য সরল ভাষায় যৌগিক আসন-মুদ্রাসমূহের উপকারিতা এবং অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহাতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা চারি আনা

সংযম-সাধনা (হিন্দী) ছাপা চলিতেছে

দিনলিপি

স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এক ডায়েরী। একখানা পুস্তকে ছয় মাস ডায়েরী রাখা যায়। মূল্য বারো আনা।

অখণ্ড-সংহিতা

জীবনের এমন কোনও জটিল প্রশ্ন নাই, যাহার মীমাংসা এই মহাগ্রন্থের কোথাও না কোথাও না পাইবেন। গ্রন্থগুলি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়িবার উপায় নাই। প্রত্যেক খণ্ডই এক একখানা পৃথক গ্রন্থ। **অখণ্ড-সংহিতার মূল্য ঃ—**

প্রথম খণ্ড প্রথমার্দ্ধ ৸০, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয়ার্দ্ধ মূল্য ৩৲,

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমার্দ্ধ মূল্য ৩৲ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয়ার্দ্ধ মূল্য ৩৲, অষ্টম খণ্ড ৩৷৷০, নবম খণ্ড ৩৲, দশম খণ্ড ১৷৷০, একাদশ খণ্ড ১৸০, দ্বাদশ খণ্ড ১৸০, ত্রয়োদশ খণ্ড ১৸০, চতুর্দ্দশ খণ্ড ১৸০, পঞ্চদশ খণ্ড ১৸০,—অন্যান্য খণ্ডগুলি বর্ত্তমান ছাপা নাই।

প্রবুদ্ধ যৌবন মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

কর্ম্মের পথে

উপদেশগুলি জীবন্ত শক্তির সম্পুট-স্বরূপ ও ফলপ্রদ। লিরিক কবিতার উচ্ছল প্রাণস্রোতে প্লাবিত এই অন্তর-ভাষণ সাহিত্যে দুর্ল্লভ বস্তু। মূল্য এক টাকা।

পথের সাথী মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পথের সঞ্চয় মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আত্মগঠন

ব্রহ্মচর্য্য-সাধকের জন্য এমন হিতকর গ্রন্থ আর নাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সধবার সংযম

সধবার জীবন যে সম্ভোগ-সুখ-ব্যাকুলা মায়াবিনী

পিশাচীরই জীবন নহে; এই জীবনের যে মহত্তর লক্ষ্য ও পরিণতি রহিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহারই নির্দ্দেশ মিলিবে। বিবাহের প্রীতি-উপহার রূপে দিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী। মূল্য ১ম খণ্ড ১৷৷০, ২য় খণ্ড ১৷৷০

বিধবার জীবন-যজ্ঞ

এই গ্রন্থে বিধবা-জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ, কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ রহিয়াছে। মূল্য পাঁচ সিকা।

কুমারীর পবিত্রতা

ইহা পাঠে প্রত্যেক কুমারীর মনে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উন্নত জীবন-যাপনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। প্রথম খণ্ড —৸০, দ্বিতীয় খণ্ড ৸০।

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য

ভারতবর্ষের গার্হস্থ্য সাহিত্যের ইহা মুকুট-মণি। বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ইহা বলিতে গেলে একখানা বিশদ, প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য, সুসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ, অথচ ইহার একটী পংক্তিতেও মনকে নীচভাবে কলুষিত করিবার মত কোনও কুরুচির প্রকাশ নাই। মূল্য আড়াই টাকা।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

দুর্নীতি কবলিত জীবনে ইহা-উদ্ধারের মূলমন্ত্র। দুই টাকা।

গুরু

গুরু কি, গুরুর প্রয়োজনীতা কি প্রভৃতি আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

কর্ম্ম-ভেরী

পাঠে অন্তর হয় জাগ্রত, ভয়-ভীতি যায় দূরে।
মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আপনার জন

পাঠক অনুভব করিবেন যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবনের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে হাতে ধরিয়া টানিয়া নিয়া যাইতে-ছেন সুখময় শান্তিময় আনন্দময় জগতে। মূল্য ১৸০

সমবেত উপাসনা

সমবেত উপাসনার আদি এবং নীরব প্রবর্ত্তক হইতে-ছেন শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব। এই জগন্ম-

ঙ্গলময়ী সমবেত উপাসনার স্তোত্র এবং স্বরলিপি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য এক টাকা।

মন্দির

অমৃতময় ধর্ম্ম-সঙ্গীতের প্রেম-মূর্চ্ছনাময় সংগ্রহ। দুই টাকা।

শান্তির বারতা

মূল্য প্রথম খণ্ড ১৷৷০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৷৷০, তৃতীয় খণ্ড ১৷৷০।

নববর্ষের বাণী

প্রতি উপদেশ প্রাণের পরতে পরতে গাঁথিয়া রাখার যোগ্য। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কর্ম্মের পথে (হিন্দী সংস্করণ) **कर्म के पथ पर**

মূল্য ১৷৷০ টাকা। **অখণ্ড-সংহিতা अखण्ड-संहिता**

(হিন্দী) প্রথম খণ্ড ৸০, দ্বিতীয় খণ্ড ৸০।

মূল্যের অতিরিক্ত মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অযাচক আশ্রম,

স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-১

ভৈরবানন্দের ভূমিকায় মিহির

ওঁকারের জয়যাত্রা

আমি মুচি!